যুগান্তর

তারিখ 14 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি

দেশের ৯৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে

মুজিব মাসুদ

সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান এবং তথ্যযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবার সারাদেশের ৪৮২টি উপজেলায় ৯৬৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করবে। প্রতিটি ল্যাবে ৫ থেকে ১০টি কম্পিউটার, দ্রুতগতির ইন্টারনেট, টেলিফোনসহ আধুনিক সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। একজন সহকারী কম্পিউটার প্রোগ্রামার থাকবেন ল্যাব পরিচালনার জন্য। ৩ বছরের জন্য তিনি নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। এই সময়ে তিনি সংশ্লিষ্ট ল্যাবের মাধ্যমে প্রতিটি উপজেলায় ২০ জন শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ল্যাব পরিচালনায় দক্ষ করে গড়ে তুলবেন। পরবর্তী সময়ে তারাই সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের কম্পিউটার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেবেন। জানা গেছে, মন্ত্রণালয় থেকে এই প্রকল্পটি তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ইতিমধ্যে প্রকল্পটি তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এ প্রকল্পের জন্য বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হবে। অনুমোদনের পর প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। এর আগে সারাদেশের জেলা পর্যায়েও দুটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক ল্যাব তৈরির প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। ওই প্রকল্প বাস্তবায়নও প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৪ কোটি টাকা। জানা গেছে, প্রকল্পটি জেলা পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া ল্যাব : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

ল্যাব ... কম্পিউটার

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

জাগানোর পর এবার উপজেলা পর্যায়েও এ ধরনের ল্যাব তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আস্তে আস্তে এই ল্যাব ইউনিয়ন পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। এজন্য প্রাথমিকভাবে যেসব ইউনিয়নে বিদ্যুৎ সুবিধা আছে সেসব ইউনিয়নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেয়া হবে। এছাড়া হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকুবেটর ও কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপন করা হবে। এসব পার্ক ও ভিলেজে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা প্রশিক্ষণ নেবে। একপর্যায়ে তারা সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। বিজ্ঞান এবং তথ্যযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই প্রাথমিকভাবে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য স্থানীয় সাংসদদের ডিও লেটারের ভিত্তিতে সারাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০ হাজার কম্পিউটার বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে, এসব কম্পিউটারের অধিকাংশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কোন কাজে আসছে না। অধ্যক্ষ কিংবা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের বাসায় চলে গেছে অধিকাংশ কম্পিউটার। কিছু কিছু কম্পিউটার পরিচালনার অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। প্রশিক্ষক না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলোর বর্তমানে কোন হদিস নেই। তাই মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যক্তিগতভাবে কম্পিউটার প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, প্রাথমিকভাবে প্রতিটি জেলা পর্যায়ে একটি কলেজ ও একটি মাধ্যমিক স্কুলে অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করে দেয়ার। বিজ্ঞান এবং তথ্যযোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথম প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ে। ইতিমধ্যে ৬৪টি জেলায় প্রায় ১০০টির উপরে ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়ে গেছে। প্রতিটি ল্যাবে ১৬টি করে কম্পিউটার বসানো হয়েছে।